ইউনিট-৮

মানব সমাজের ক্রমবিকাশ
(Evolution of Human Society)

ভূমিকা

মানব সমাজের ইতিহাস ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তন চিরন্তন। সমাজ পরিবর্তনের অনিবার্য ধারায় মানুষের চিন্তাজগতেও এসেছে পরিবর্তন। যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং মানব সমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আমরা উপনীত হয়েছি আধুনিক সমাজব্যবস্থায়। মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে আধুনিক সমাজব্যবস্থা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশ শীর্ষক ইউনিটের আলোচনা নিম্নরূপ ৫টি পর্বে বিন্যস্ত হবেঃ

পাঠ-১ সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ
পাঠ-২ সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তন
পাঠ-৩ সমাজের অপরাধ, এর কারণ ও প্রতিকার
পাঠ-৪ রেনেসাঁ
পাঠ-৫ আধুনিকীকরণ

সমাজের ঐতিহাসিক ক্রম বিকাশ
(Historical Evolution of Society)

পাঠ-১

উদ্দেশ্যঃ

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মানব সমাজের ঐতিহাসিক ক্রম বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আদিম সাম্যবাদী সমাজ কি তা ব্যখ্যা করতে পারবেন।
- দাস সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- গামন্ত সমাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

মানব সমাজ পরিবর্তনশীল । দুনিয়াতে একদিন আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ছিল। তখন সমাজ ছিল অনুন্নত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম সমাজ ভেঙ্গে দাস সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে দেখা দিল দু'শ্রেণীর মানুষ-দাস ও দাস-মালিক। পরবর্তীকালে দাস সমাজ ভেঙ্গে সামন্তবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে দেখা দিল শোষণ। সামন্তবাদী সমাজে মানুষের উত্তরণ এক বিরাট পদক্ষেপ। অগনিত শ্রমিক ও দরিদ্রের শ্রমে অনাবাদী জমি ও অরন্যকে শষ্যক্ষেত্র ও ফলোদ্যানে রুপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল নগর নির্মান এবং সমুদ্রপথে দূর দূরান্তে পাড়ি দেওয়া। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় সামন্তবাদী সমাজ ভেঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্ম হয়। আর বর্তমান দুনিয়ার অনেক দেশে ধনতান্ত্রিক সমাজের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে।

মানব সমাজের এই ক্রম বিকাশের মূলে ছিল মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স উল্লেখ করেছেন যে, "শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে"।

আদিম সাম্যবাদী সমাজঃ

মানব সমাজের বিকাশের গোড়ায় ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজ। বিকাশের এ স্তরে উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ ও অনুন্নত। যেহেতু উৎপাদিকা শক্তি অনুন্নত ছিল তাই মানুষ গাছের ফলমূল, মাছ শিকার করা জন্তুর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। দৈহিক শক্তি ছিল বেঁচে থাকার এক মাত্র অবলম্বন। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হত দলবদ্ধভাবে। তখন মানুষের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে জীবিকা অর্জন ও বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। সকলে মিলে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করত। আদিম মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপন ও পরিশ্রমের বদৌলতে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। তখন সমাজের উৎপাদনের উপকরনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকনার ধারণা আসেনি। শুধু আত্মরক্ষা ও উৎপাদনের জন্য হাতিয়ার থাকতো প্রত্যেকের। এই সমাজে শ্রেণী শোষণ ছিল না শাসক রুপে আলাদা একদল লোকের কোন অস্ড়িত্ব ছিল না। এজন্যেই আদিম যৌথ সমাজকে বলাহয় আদিম সাম্যবাদী সমাজ।

আদিম সমাজের মানুষ ছোট ছোট পারিবারিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো। ক্রম বিকাশের নিম্ন স্তরে তারা অসভ্য অবস্থায় জীবন যাপন করত। আদিম সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগ পর্যন্ত অঞ্চল নির্বিশেষে বিকাশের একই স্থরে ছিল। আদিম মানুষের জীবন ছিল ভয়ানক কষ্টের। বিপদ ছিল পদে পদে। আদিম মানুষের পক্ষে একক বিচ্ছিন্ন বসবাস করা সম্ভব ছিল না। তখনকার মানুষ দল বেধেঁ, হাতে লাঠি ধারালো পাথুরে অস্ত্র আর শাবল নিয়ে খাদ্য সংগ্রহে বের হতো।

আদিম মানুষের প্রথম বাসস্থান ছিল অন্ধকার স্যাঁতসেতে পর্বত ও গুহা। অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে তারা দেহটাকে গরম রাখতো। আদিম মানুষ ঝড়, বন্যা ও অসুখ বিসুখে খুব অসহায় বোধ করতো। বৃষ্টি, বজ্রপাত, আগ্নেয় গিরির অগ্নুৎপাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ তারা বুঝতো না। বাঁচার তাগিদে সকলের সম্মিলিত সংগ্রাম মানুষকে একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৃষ্টি করেছিল। নতুন

উৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাবের ফলে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় দাস সমাজ ব্যবস্থা।

দাস সমাজঃ

পুরাতন যৌথ মালিকানা সম্পর্ক ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো দাস মালিকানা সম্পর্ক। দাস ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হল -যে দাসের মালিক সেই উৎপাদনের উপকরণের মালিক। মালিক দাসকে ইচ্ছামতো বেঁচতে কিনতে কিংবা পশুর মতো হত্যাও করতে পারতো । তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। সমাজ বিকাশের এ স্তরেই দেখা দিল সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন শ্রেণী । এ অবস্থায় সমাজের মধ্যে পণ্য আদান প্রদানের সম্ভাবনা এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ধন সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার যত বেশি দাস সে তত সম্পদশালী। এ ভাবে স্বাধীন মানুষ ও দাসদের বৈষম্যের পাশাপাশি ধনী ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি হল।

আদিম যৌথ সমাজ থেকে দাস সমাজের উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে নতুন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ। উৎপাদন এক জায়গায় থেমে থাকে না। দাস সমাাজেও উৎপাদন থেমে থাকে নি। লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশ ঘটল । গড়ে উঠলো সামাজিক শ্রম বিভাগ ও বিনিময় ব্যবস্থা। কৃষি থেকে আলাদা হলো কুটির শিল্প। উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য ও শিল্প সুক্ষতা দেখা দিল। আধুনিক সভ্য ইউরোপে দাস প্রথার প্রাধান্য ছিল। দাস ব্যাবস্থার চরম বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমে। গ্রীস ও রোমের স্থাপত্য নির্দশনগুলো নির্মিত হয়েছিল ক্রীতদাসদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের দ্বারা। পৃথিবীর বেশির ভাগ জাতির মধ্যে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। কম উন্নত জাতির মধ্যে আজও দাস প্রথার রেশ রয়ে গেছে। যেমন আফ্রিকাতে এখনও দাস প্রথার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

> দাস সমাজের মত সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রেণীসংঘাত।

শ্রেণী বিভক্ত দাস সমাজে মালিকদের স্বার্থে দাসদের শ্রম দিতে বাধ্য করা হতো। মালিকদের অমানুষিক অত্যাচার সইতে না পেরে তারা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করতো আবার কখনও তারা বিদ্রোহ করতো। এর ফলে ওদের উপর চালানো হতো আরও অমানবিক নির্যাতন ও জুলুম । অনেককে মেরে ফেলা হতো। দাস ও দাস মালিক সর্ম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির ক্রম বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াল । দাসদের বার বার বিদ্রোহ দাস সমাজের ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করেছিল। দাস সমাজ আর টিকে থাকতে পারেনি। দাস সমাজের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

সামন্ত সমাজঃ

> পৃথিবীর বেশীর ভাগ জাতির মধ্যে দান প্রথার প্রচলন ছিল।

দাস সমাজ ধ্বংস হয়ে তার জায়গায় নতুন সমাজ গড়ে উঠল। নতুন সমাজের একদিকে কৃষক ভূমিদাস অন্যদিকে তার মালিক সামন্ত জমিদার। উৎপাদন শক্তির বিকাশই দাসযুগের ক্রীতদাসের জায়গায় সামন্ত যুগের ভুমিদাসের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তুললো। ভুমিদাস ভুমির সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। সামন্ত প্রভুর জমিতে বেগার খাটা ছাড়াও ভূমিদাসকে যখন তখন তার হুকুম তামিল করতে হতো। সামন্ত প্রভু কৃষককে তার ভরণ-পোষণের জন্যে দিত এক খন্ড জমি। আর তারই বলে তার কাছ থেকে আদায় করতো খাজনা। গোড়ার দিকে ভুমিদাস সামন্তপ্রভুর খাস জমিতে বেগার খেটেই রেহাই পেত। পরে চালু হলো ফসলে খাজনার নীতি। এই রীতি রদ করতে কৃষককে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক- বিদ্রোহগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা সে কথা বুঝতে পারি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দেখা দিয়েছিল।পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলোতে কয়েক শতাব্দীব্যাপী এই ব্যবস্থা স্থায়ী ছিল। চীনে দু'হাজার বছরের বেশি সময় ধরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে ছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কৃষক গোষ্ঠীর স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি।দাস সমাজের মত সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রেণী সংঘাত। সামন্ত শোষণের বিবুদ্ধে বার বার দেখা দিয়েছে কৃষক ভূমিদাসের বিদ্রোহ। আর এ সকল বিদ্রোহীকে দমন করা হয়েছে সামন্তবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে।

সামন্ত যুগের শেষের দিকে নতুন নতুন দেশের আবিষ্কার এবং বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বণিক শ্রেণীর হাতে এন দিল প্রচুর অর্থ সম্পদ। যন্ত্র চালিত ইঞ্জিন আবিস্কারের ফলে বনিকশ্রেনী সমাজে একটি প্রতি

পত্তি শ্রেণী হয়ে উঠল। পুরাতন উৎপাদন পদ্বতিগুলো বদলাতে লাগলো। উৎপাদনের কলা কৌশল উন্নত হল। নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন এ প্রক্রিয়াকে আরও তরান্বিত করলো। বৃহদায়তন শিল্পের প্রভাব পড়ল বাণিজ্যের ওপর। বুর্জয়া বণিক শ্রেণী ক্রমেই বেশি করে সম্পদ ও সামাজিক ক্ষমতা নিজের হাতে জমাতে থাকলো। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে এক নতুন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্বতির আবির্ভাব ঘটল। নতুন সামাজিক চিন্তাধারা মানুষকে সংঘবদ্ধ করে বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত করে। সামন্ত শোষণপিষ্ট ভূমিদাস,ক্ষুদ্রশিল্পী ও মধ্য শ্রেণীর সমাবেশ ঘটিয়ে সৃষ্টি করলো সমাজের সেই বিপ্লবী শক্তি। আর এভাবেই নতুন চিন্তা শক্তি সামন্তবাদী সমাজের গর্ভ থেকে গড়ে উঠলো ধনতান্ত্রিক সমাজ।

সারকথা :
মানব সমাজের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দাস সমাজ। দাস সমাজ ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হল সামন্তবাদী সমাজ। ইতহাসের অনিবার্য কারণে সামন্তবাদী সমাজের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশেই আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। তাই বলা যায় মানব জাতির ইতিহাস সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে। এ উক্তিটি কার?
(ক) এঙ্গেলস
(খ) লেলিন
(গ) কার্লমার্কস
(ঘ) মাঁও সেতুং।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।
(ক) দাস সমাজ ভেঙ্গে ------- --প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
(খ) আদিম সমাজ ভেঙ্গে ---------প্রতিষ্ঠিত হল।

৩। মানব সমাজের বিকাশের গোড়ায় ছিল
(ক) দাস সমাজ
(খ) ধনতান্ত্রিক সমাজ
(গ) সম্যবাদী সমাজ
(ঘ) আদিম সাম্যবাদী সমাজ।

৪। দাস সমাজে দাসদের কি ছিলনা?
(ক) বাসস্থান
(খ) খাওয়া দাওয়া
(গ) স্বাধীনতা
(ঘ) দায়িত্ব -কর্তব্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। মানব সমাজের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ কি ভাবে হয়েছিল ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। দাস সমাজ ও সামন্ত বাদী সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ক- সামন্তবাদী সমাজ, খ- দাস সমাজ, ৩. ঘ, ৪. গ

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। ফিওদর করোডকিন পৃথিবীর ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন
২। নুরুলহুদা মির্জা -মার্কসবাদের অ,আ, ক, খ চলন্তিকা বইঘর বাংলা বাজার ঢাকা।
৩। জওহরলাল নেহেরু, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ।

সমাজে অপরাধ এবং এর কারণ ও প্রতিকার

পাঠ-৩

(Crime in a society and its causes and Remedies)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অপরাধের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- একটি সমাজে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার কারণগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- অপরাধ দূরীকরণের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

অপরাধ হচ্ছে অবাঞ্ছিত আচরণ। মানুষের বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত আচরণকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি। যেমন, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে প্রচলিত বিধিবিধান বা মূল্যবোধ বিরোধী আচরণ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। আবার ধর্মীয় বিধানে যা' করতে আদেশ বা নিষেধ করা হয়েছে তার পরিপন্থী কাজ অপরাধরূপে গণ্য। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ কাজকে অপরাধ বলা হয়। তবে সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে রাষ্ট্রীয় আইনের মাপকাঠিতে অবৈধ আচরণকে সর্বজনীনভাবে অপরাধ বলে ধরা হয়। এ প্রসংগে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, সামাজিক বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ, বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় আইন দেশ-কাল ভেদে পরিবর্তনশীল। কাজেই সে অনুসারে অপরাধের মাপকাঠিও পরিবর্তনশীল। এক সময়ে এক সমাজে যে কাজকে অপরাধ মনে করা হয় ভিন্ন সমাজে এবং অন্য সময়ে তা নাও হতে পারে। যেমন আমাদের দেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত যৌতুক দেয়া-নেয়া কোন অপরাধ ছিল না; বর্তমানে এটি অপরাধরূপে গণ্য। আবার ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইনের পূর্বে হিন্দু সমাজে সতীদাহ পুণ্যের কাজ ছিল। অনুরূপভাবে ইংল্যান্ডে ১৬ বছর বয়সের পূর্বে ধূমপান অপরাধ; কিন্তু আমাদের দেশে তা' সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হলেও আইনত: অপরাধ নয়।

অপরাধের সংজ্ঞা (Definition of Crime)

'অপরাধ' প্রত্যয়টিকে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী স্টেফেন (Stephen)-এর মতে, "অপরাধ হল সে সকল কাজ যা করা বা না করার জন্যে শাস্তির বিধান রয়েছে।" অধ্যাপক এফ আর খানের (F R Khan) ভাষায়, "যে সকল আচরণ সমাজ ও নৈতিকতা বিরোধী তাকে অপরাধ বলে।" মনীষী এচলার (Echler) বলেন, "অপরাধের আইনগত সংজ্ঞা কেবল জটিলতামুক্ত ও সহজই নয়, এটিই একমাত্র সংজ্ঞা- অপরাধ বলতে আইন ও নৈতিকতা বিরোধী কাজকে বোঝায়।" সমাজবিজ্ঞানী বার্নস্ ও টীটার্স্ (Burnes & Teeters) আরেকটু বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "অপরাধ হচ্ছে এমন এক ধরনের সমাজবিরোধী আচরণ যা' জনসাধারণের স্বাভাবিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কাজ করে এবং যা' দেশের আইনে নিষিদ্ধ ঘোষিত।"

তাহলে উপরের সংঘাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের যে সকল কাজ সমাজের চোখে অন্যায় এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য তা-ই অপরাধ। অপরাধ সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, সংহতি, নিরাপত্তা, মূল্যবোধ ও প্রগতি নষ্ট করে।

অপরাধের কারণ (Causes of Crime in a Society)

অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মত অপরাধও একক কোন কারণে সংঘটিত হয় না। বিভিন্ন মনীষী অপরাধের কারণ হিসেবে এক একটা বিশেষ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মনে করেন অবদমিত মানসিক ইচ্ছা অপরাধের কারণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর মতে, ধর্মহীনতাই অপরাধের জন্য দায়ী। সমাজতন্ত্রের জনক মার্কস্ বলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা সকল অপরাধের উৎস। বস্তুতঃ অপরাধের কারণ সম্পর্কে উপরি উক্ত কোন মতই এককভাবে চূড়ান্ত নয়।

অপরাধমূলক কাজের পেছনে রয়েছে আরো বহু কারণ। একটি সমাজে অপরাধ কেন সংঘটিত হয় নিচে সে সকল কারণগুলো আলোচনা করা হলো।

সামাজিক কারণ (Social Ground)

পারিবারিক জীবন : মানব জীবনে পরিবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানব আচরণের ওপর এর প্রভাব অপরিসীম। মানুষ পরিবারে তার জীবনের স্বাদ-আহলাদ, সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে। কিন্তু পরিবারে তা' না পেলে কিংবা পারিবারিক জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ বিপথগামী হতে পারে। শিল্পায়ন-শহরায়ন ও দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক জীবনে যে অশান্তি ও ভাংগনের সৃষ্টি হচ্ছে তা মানুষকে অপরাধমুখী করে তুলছে।

সামাজিক পরিবেশ : মানুষ সামাজিক জীব। মানব চরিত্রের ওপর তার সামাজিক পরিবেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভাল পরিবেশে মানুষ যেমন- উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয় তেমনি অসুস্থ ও কলুষিত পরিবেশে অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে।

নিরক্ষরতা ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা : শিক্ষা মানুষের মধ্যে উন্নত মানসিকতার সৃষ্টি করে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়বোধকে প্রখর করে তোলে। অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেক সময় বৈধ-অবৈধ বিচার করতে না পেরে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। তাই একটি সমাজে নিরক্ষরতা অপরাধ সংগঠনের অন্যতম কারণ। নিরাক্ষরতার চেয়ে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা অপরাধের জন্য অনেকাংশে দায়ী। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে সরাসরি কোন পেশার উপযোগী করে তুলতে বা শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রত্যাশিত পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে অপরাধ প্রবণ করে তুলে।

ধর্মভীতি হ্রাস : সকল ধর্মই অন্যায় ও অনাচার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে । তাই ধর্মভীতি মানুষের আচরণকে সংযত রাখে। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগির প্রসার এবং ধর্মভীতি কমে যাওয়ার ফলে সমাজে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ : একটি সমাজে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঐ সমাজে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর-এ প্রদর্শিত মারদাঙ্গা ও যৌনতায় ভরপুর ছবি, খোলামেলা পোশাক, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলা মেশা - এসকল সমাজে খুন-জখম, অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি বাড়াতে সাহায্য করছে।

যৌতুক প্রথা : যৌতুক প্রথা একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এর ফলে নারী নির্যাতন, আত্মহত্যা, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি অপরাধ ও অনাচার বেড়ে যায়।

জেল ও হাজতব্যবস্থা : জেল ও হাজত ব্যবস্থাও অপরাধ বৃদ্ধির জন্য কতকাংশে দায়ী। জেলখানায় এবং হাজতে সকল ধরনের অপরাধী ও আসামীদেরকে একসংগে রাখার ফলে কাঁচা অপরাধী এবং নিরপরাধ ব্যক্তি দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে পরবর্তীতে পাকা অপরাধীতে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক কারণ (Economic Ground)

দরিদ্রতা : সমাজে অধিকাংশ অপরাধীই দরিদ্র শ্রেণীর। দরিদ্র মানুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন বৈধ উপায়ে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে অবৈধ ও অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করে। দেখা গেছে দুর্ভিক্ষের সময় চুরি - ডাকাতি, খুন, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি অপরাধ বেড়ে যায়।

বেকারত্ব : বেকারত্ব মৌল চাহিদা পূরণের অন্তরায়। বেকারত্ব মানুষের মনে হতাশা, ক্ষোভ ইত্যাদি জন্ম দেয় যা' তাদেরকে অপরাধ জগতে ঠেলে দেয়।

অতিমাত্রায় বৈষয়িক মনোভাব : সমজের এক শ্রেণীর মানুষ বিত্ত-সম্পদের নেশায় হন্যে হয়ে উঠে। এরা জাল, জুয়া, চুরি, ঘুষ, চোরাকারবার প্রভৃতি যে কোন পন্থায় সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে থাকে । এতে করে সামাজিক অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যায়।

শিল্পায়ন—শহরায়ন: শিল্পায়ন-শহরায়নের ফলে পরিবারে ভাংগন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, একাকীত্ববোধ প্রভৃতি কারণে মানুষ অপরাধী হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক কারণ (Political Ground)

একটি দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে অপরাধীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কিছু কিছু রাজনৈতিক দলও নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন আইন-শৃংখলা পরিপন্থী কাজকে শুধু প্রশ্রয়ই দেয় না প্রত্যক্ষ মদদও যোগায়।

দৈহিক কারণ (Physical Ground)

অনেক সময় দৈহিক কারণেও অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হয়। অপরাধবিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেছেন যে কুৎসিত, বিকলাংগ ও পংগু ব্যক্তিরা সাধারণত: সমাজের স্বাভাবিক ব্যক্তিদের প্রতিহিংসা বশে অপরাধ করে থাকে।

মানসিক কারণ (Mental Ground)

সমাজবিজ্ঞানী গিলীন গবেষণা করে দেখেছেন যে, অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন বা আবেগজনিত সমস্যায় আক্রান্ড় ব্যক্তিরাই বেশি অপরাধ করে থাকে।

অপরাধ দূরীকরণের উপায় (Means for Eradication of Crime)

অপরাধীরা সমাজেরই মানুষ। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে এরা অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সুতরাং যে সকল অবস্থা অপরাধ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেগুলো দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে অপরাধ দূর করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে আমরা নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো উল্লেখ করতে পারি । যথা:

প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম (Preventive Programmes)

সমাজে যাতে অপরাধ সংঘটিত হতে না পারে সে জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত। প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণকরা যেতে পারে।

ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী : সকলের জন্যে মৌলিক মানবিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা হলে অনায়াসে অপরাধীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাবে। এ জন্যে প্রয়োজন দেশে ও বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। দৈহিকভাবে পংগু ও মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রহণ, বেকারদের জন্য বেকার ভাতা এবং এতিম ও দু:স্থদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার প্রসার : শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবোপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে লেখাপড়া শেষ করেই চাকুরি পাওয়া যায়। তাছাড়া বাধ্যতামূলক শিক্ষা, শিক্ষার মানোন্নয়নও অপরাধের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

নিবর্তনমূলক আইন : সমাজে অপরাধ প্রবণতা বন্ধের জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন ও কঠোরভাবে সেগুলো বাস্ড়বায়ন আবশ্যক।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার : গ্রাম বা শহর সর্বত্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল হওয়ার ফলে অপরাধীর সংখ্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ জন্য প্রথম প্রয়োজন অভিভাবকদের সচেতনতা ও সন্তানদের প্রতি অধিক হারে মনোযোগী হওয়া। এক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃবর্গ ও শিক্ষিত সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের উদ্যেগ গ্রহণ ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে পুলিশ অপরাধ দমনের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাদের সৎ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ : অনুন্নত সমাজে এখনো অনেক মারাত্মক অপরাধ দমনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইনের অভাব দেখা যায়। কিংবা আইন প্রণীত হলেও আইনের ফাঁক দিয়ে সহজেই অপরাধী বের হয়ে আসতে পারে। চোরাচালান, মজুতদারি, ঘুষ গ্রহণ, সরকারি সম্পত্তির আত্মসাৎ ইত্যাদি অপরাধের সংগে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্যে আইন প্রণয়ন করা হলে অপরাধের মাত্রা অনেকখানি হ্রাস পাবে।

প্রতিকারমূলক কার্যক্রম (Remedial Programmes)

আইনের দৃষ্টিতে যারা অপরাধী এবং অপরাধী হিসেবে আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা ধৃত হয়েছে তাদের জন্যে নে'য়া ব্যবস্থা প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অপরাধ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা হচ্ছে, অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা। সে জন্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ আবশ্যক।

প্রবেশন : প্রথম বারের মত যে অপরাধ করেছে বা যে অপরাধীর বয়স ১৭ বছরের নিচে তাদের শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে শর্তাধীন মুক্তিদানের ব্যবস্থাকেই প্রবেশন বলে। সাধারণত অবস্থার বিপাকে পড়ে, অসচেতনভাবে বা বাধ্য হয়ে মানুষ প্রথমবারের মত অপরাধ করে থাকে। তাই শাস্তিস্বরূপ অপরাধীকে জেল হাজতে প্রেরণ করলে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও সমাজের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাকে আরো অপরাধী করে তুলবে। সুতরাং, অপরাধীকে প্রবেশনে মুক্তি দিয়ে তার সংশোধনের জন্যে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

প্যারোল : যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের জন্যে অপরাধ করবে তাদের কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর সংশোধনের জন্যে প্যারোল অফিসারের অধীনে শর্তাধীন মুক্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মানুষ মাত্রই ভুল করে, আবার সুযোগ পেলে সংশোধিত হয়। স্বাভাবিকভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের জন্যে সংশোধনের সুযোগ দিলে তার মধ্যে অনুশোচনা আসবে এবং অপরাধ থেকে বিরত থাকবে।

বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা : বিচার ব্যবস্থার শ্লথগতি এবং নিরপেক্ষতার অভাবে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। ফলে সে নিজে এবং তার পরিবার-পরিজনও জেদবশত: অপরাধ করে। আবার বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতির ফলে যদি সহজেই অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায় তাহলেও অপরাধ দমন সম্ভব হয় না। সুতারং বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে সরকার জনগণ এবং বিচারকদের এগিয়ে আসতে হবে।

জেল ব্যবস্থার সংস্কার সাধন : কোন কোন অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী জেল ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সংশোধনাগার স্থাপনের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের অভিমত, জেলখানার পরিবেশে প্রবেশ করে লঘু অপরাধীও গুরু অপরাধের প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হয়ে আসে। সুতরাং জেল ব্যবস্থার বিকল্প এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার যাতে করে অপরাধী নিজেই কেবল সংশোধিত হবে না বরং অন্য অপরাধীদেরকেও সংশোধনের জন্যে সহায়তা প্রদান করবে।

পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম (Rehabilitative Programmes)

অপরাধ করার পেছনে মূলত তিনটি কারণকে আমরা প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। যেমন- সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক। শাস্তি ভোগ করার পরও অপরাধী অনুরূপ সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পুনরায় অপরাধ করতে পারে। সে জন্যে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাজের মানুষ কিংবা পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় অপরাধীদের সহজভাবে গ্রহণ করতে চায় না। অপরাধীও বিভিন্ন মানসিক জটিলতায় ভোগে, তাছাড়া আর্থিকভাবেও সে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচী জোরদার করা প্রয়োজন।

সারকথা ঃ

সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে সমাজে প্রচলিত বিধিবিধান বা মূল্যবোধ বিরোধী আচরণ ও কাজ অপরাধরূপে গণ্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন কারণে সমাজে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। একথা সত্য যে, আইনের শাসনের অভাব এবং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে অপরাধের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১."অপরাধ বলতে আইন ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ বোঝায়।" অপরাধের এ সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

ক. এফ আর খান
খ. মনীষী এচলার
গ. সমাজবিজ্ঞানী বার্নস্ ও টীটার্স্
ঘ. সমাজবিজ্ঞানী স্টেফেন।

২. মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড- এর মতে নিচের কোন্টি অপরাধের কারণ?

ক. অবদমিত মানসিক ইচ্ছা
খ. ধর্মহীনতা
গ. পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা
ঘ. কোনটিই নয়।

৩. কোন্টি অপরাধ দূরীকরণের প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের আওতায় পড়ে?

ক. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ
খ. শিক্ষার প্রসার
গ. প্রবেশন
ঘ. ব্যাপক সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সমাজে অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার কারণগুলো কি?
২. সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণের উপায়সমূহ আলাচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলো বর্ণনা করুন।
২. অপরাধ দূরীকরণের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি বিবরণ দিন।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। ক ৩। গ

সহায়ক গ্রন্থঃ

বোরহান উদ্দিন খান, অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা : প্রভাতী প্রকাশনী, ১৯৯৫
এ এম হুমায়ুন আজাদ ও আবদুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৯৬

পাঠ-৪

সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তন
(Society and social Change)

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি

- সমাজের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সমাজের শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবেন।
- সমাজ পরিবর্তন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজ পরিবর্তনের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সমাজের সংজ্ঞা:

‘সমাজ হলো অসংখ্য মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বলিত একটি জনসমষ্টি।’

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কোন মানুষই একাকী বা নি:সংগ জীবন-যাপন করতে পারে না। পরস্পর মিলে-মিশে বসবাস করাই মানুষের ধর্ম। সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে সমগ্র মানবজাতিকে বুঝিয়েছেন। সংকীর্ণ অর্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমস্টিকে এক একটি সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ম্যাকাইভার বলেন, ‘সমাজ মানুষের বহুবিধ সামাজিক সম্পর্কের এক বিচিত্র রূপ।’ (Society is the whole system of social relationship)। ইতালির সমাজবিজ্ঞানী প্যারোটোর মতে, ‘সমাজ হলো অসংখ্য মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বলিত একটি জনসমস্টি।’ সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস-এর মতে ‘সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে মিলিত হয়েছে।

স্যার হেনরী মেইন দু’ধরনের সমাজের কথা বলেছেন-একটি কুলভিত্তিক সমাজ যার ভিত্তিমূলে রয়েছে সনাতন মর্যাদাবোধ অন্যটি হল পেশাভিত্তিক সমাজ যার ভিত্তি হল চুক্তি। তার মতে, প্রগতির অব্যাহত ধারায় কুলভিত্তিক সমাজ যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হবে। ফার্ডিন্যান্ড টোনিজ দু’ধরনের মানব সমাজের বিবরণ দিয়েছেন। লোকায়ত প্রথা, আচার ও ধর্মবিধি শাসিত জনপদকে তিনি সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন। অন্যাটিকে বলেছেন সমাজ। তাঁর মতে সমাজ শাসিত হয় বিধিবিধান আইন ও জনমতের দ্বারা।

সমাজের শ্রেণীবিন্যাস

ম্যাক্সওয়েবার কর্তৃত্বের শ্রেণী বিভাগ করে দু’ধরনের সমাজের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আইনভিত্তিক ও যুক্তিবাদী কর্তৃত্ব দ্বারা আধুনিক সমাজ পরিচালিত হয়। অন্যদিকে প্রাচীন সমাজ প্রচলিত ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসনস দু’ধরনের সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি সনাতন সমাজ অন্যটি আধুনিক সমাজ। পারসনস-এর অনুসরণ করে ফ্রেডরিগস ও এফ. এক্স সাটন দু’টি ভিন্নধর্মী সমাজব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি কৃষিভিত্তিক সমাজ অপরটি শিল্পভিত্তিক সমাজ। পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ এভাবে সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরিবর্তন ও গতিশীলতাই সমাজের ধর্ম। মানব সমাজের এ পরিবর্তন উদ্দেশ্যবিহীন নয়। প্রাচীন সমাজের বহু ধাপ অতিক্রম করে মানুষ সভ্য সমাজে উপনীত হয়েছে। তাই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অতীতে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে বিধবা বিবাহকে সকলে মেনে নিয়েছে। অতীতে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। প্রথা অনুসারে স্ত্রীকে মৃত স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হত। কিন্তু সে প্রথাকে মানুষের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সামাজিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও জীবন আদর্শের পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন। সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা পরিবর্তিত হলেই প্রকৃতপক্ষে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। উইলিয়াম এফ অগবার্নের মতে সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হল 'সমাজে বসবাসকারী জনসমস্টির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন।' অধ্যাপক স্যামুয়েল কোয়েনিগের মতে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে-কোন জাতির জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন ও রূপান্তর।' গার্থ ও মিলস বলেন, কালের গতিতে রীতি-নীতি এবং সমাজ ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।' সমাজ বিজ্ঞানীগণ সমাজ পরিবর্তনের কারণস্বরূপ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করা হল:

শিক্ষার প্রভাব

সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সমাজের সার্বিক উন্নয়ন শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষা ব্যক্তির সৎগুণাবলী বিকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সকল প্রকার কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে মানুষ উদার ও সচেতন হয়ে উঠে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সততা, নৈতিকতা কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও সমাজিকতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হয়। শিক্ষার দ্বারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়। শিক্ষা সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। তাই শিক্ষাকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার মেরুদন্ড হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার প্রসার সমাজ জীবনে নিয়ে আসছে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। উন্নততর শিক্ষার ফলেই নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হচ্ছে। তাই বলা যায় শিক্ষাই আলো। শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতা দান করে। শিক্ষা মানুষকে সমাজের জন্যে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। শিক্ষার দ্বারা উন্নততর নাগরিক জীবন-যাপন সম্ভবপর হয়। তাই শিক্ষাকে বলা যায় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান। শিক্ষাগত পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে শিক্ষাগত পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। শিক্ষা হচ্ছে সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন। বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহে আসাল্লাম শিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।' তিনি আরও বলেছেন, 'প্রয়োজনবোধে সুদূর চীন দেশে গিয়েও জ্ঞান অর্জন কর।' সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত ভূমিকা রয়েছে।

> শিক্ষ সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠী

প্রাকৃতিক কারণ

প্রকৃতি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব ফেলে। প্রকৃতির পরিবেশগত পরিবর্তন মানব মনে রেখাপাত করে এবং এর প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। কোন অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

রাজনৈতিক কারণ

একটি দেশের জাতির রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিভিন্ন সময়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ উপমহাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অর্থনৈতিক কারণ

সামাজিক পরিবর্তনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মানুষের চিন্তা শক্তিতে এসেছে বিপ্লব। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের ফলে সমাজ জীবনে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কৃষিভিত্তিক সমাজে শিল্পের প্রসারের ফলে মানুষের জীবন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মীয় কারণ

ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকিদা মানুষের হৃদয় মনে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করে। জীবনাদর্শের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের ফলে সমাজ কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীতে ইরানের ইসলামী বিপ্লব সমাজ জীবনকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব

সামাজিক পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। যে জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যত উন্নত, সে জাতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তত অগ্রগণ্য। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি সমাজকে করেছে গতিশীল। চিন্তারাজ্যে ঘটিয়েছে বিপ্লব। জন বিয়ার্ডের টেলিভিশন এবং মার্কোনির বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার চিত্ত বিনোদনের জগৎকে করেছে সমৃদ্ধ। মাইকেল ফ্যারার্ডের বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে সমাজ জীবনে এনেছে বহুবিধ পরিবর্তন। কৃষিভিত্তিক সমাজ রূপান্তরিত হয়েছে শিল্প সমাজে। গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট শিল্প কারখানা। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলে মানুষের সনাতন জীবন থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে সনাতন জীবন থেকে আধুনিক জীবনে উত্তরণ ঘটেছে। বিজ্ঞান সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করেছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কারণে মানুষের প্রকৃতির গোপন রহস্য উদঘাটন করে জীবনকে করেছে সুন্দর ও সমৃদ্ধতর। বিজ্ঞানের অসাধারণ অবদানের ফলেই মানব সমাজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা অনন্যসাধারণ।

মহাপুরুষের অবদান

যুগে যুগে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাবে মানব সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। মিলস ও গার্থ বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় ক্ষণজন্মা ব্যক্তির নির্দিষ্ট ভূমিকা, যান্ত্রিক আবিষ্কার ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত রাষ্ট্রদর্শন ও মতামত, রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তন করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ), ঈসা (আঃ), গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ মহাপুরুষের ধ্যান-ধারণা সমাজে বিপ্লব, আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। 'কালমার্কস, লেনিন, মাওসেতুং, মার্টিনলুথার, মহাত্মাগান্ধী, একে ফজলুল হক প্রমুখ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের অবদানে সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। এ ভাবে মহাপুরুষদের অত্যুজ্জ্বল অবদানে সমাজ ধন্য হয়েছে।

সারকথাঃ

ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে সমগ্র মানবজাতিকে বুঝায়। মানুষের বহুবিধ সামাজিক সম্পর্কের এক বিচিত্র রূপ সমাজ। পরিবর্তন ও গতিশীলতাই সমাজের ধর্ম। সমাজের বহু ধাপ অতিক্রম করে মানুষ সভ্য সমাজে উপনীত হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও প্রযুক্তির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. প্যারোটো কে?
ক. একজন দার্শনিকে
খ. বৈজ্ঞানিক
গ. সাহিত্যিক
ঘ. সমাজবিজ্ঞানী।

২. কর্তৃত্বের শ্রেণীবিভাগ করে দু'ধরনের সমাজের বিবরণ দিয়েছেন কে?
ক. ম্যাক্সওয়েবার
খ. প্যারোটো
গ. মস্কা
ঘ. ট্যালকট পারসনস।

৩. সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল কোন সমাজে ?
ক. মুসলমান সমাজে
খ. বৌদ্ধ সমাজে
গ. হিন্দু সমাজে
ঘ. আর্য সমাজে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সমাজের সংজ্ঞা লিখুন
২. সমাজ পরিবর্তন কি তা ব্যাখ্যা করুন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. সমাজ পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২. সনাতন সমাজ ও আধুনিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা-১-ঘ, ২-ক, ৩-গ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

Finkle and Gable (eds.) Political Development and Social change (New York: John Niles and sons inc. 1966
Tong Spybey, Social change, Development and Dependency (Oxford: Blackwoy Puleliaher 1992)

পাঠ-৪

রেনেসাঁ
(Renaissance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- রেনেসাঁ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রেনেসাঁর কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রেনেসাঁর ফলাফল বলতে পারবেন।

রেনেসাঁ (Renaissance) :

সাধারণভাবে রেনেসাঁ বলতে নবজাগরণ বুঝায়। রেনেসাঁ অর্থ-জাগৃতি বা পুনর্জন্ম। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সংগ্রাম হচ্ছে রেনেসাঁ। বিশ্বের ইতিহাসে রেনেসাঁ এক স্মরণীয় ঘটনা। মধ্যযুগ হতে আধুনিককালে যুগপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণটি ইউরোপীয় ইতিহাসে রেনেসাঁ নামে পরিচিত। ১৪শ' শতকে ইতালিতে যে সংস্কৃতি ও চিন্তাবিপ্লব শুরু হয় এবং ১৬ শতকে যার চরম বিকাশ ঘটে। ক্লাসিক্যাল গ্রীক, ল্যাটিন, সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মধ্যযুগীয় যাজকতন্ত্র, চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমেই রেনেসাঁ যুগের সূত্রপাত। ইউরোপীয় এ রেনেসাঁর মূলে আরবীয় মুসলমানদের প্রচুর অবদান ছিল। ইউরোপের অন্ধকার যুগে মুসলমানগণই গ্রীক ও ল্যাটিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেরা গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় অনুবাদ করে তা রক্ষা ও পরিপুষ্টি সাধন করেন। ক্রুসেডের বা ধর্মযুদ্ধে যুদ্ধে ইউরোপীয়রা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে এ সমস্ত গ্রীক-ল্যাটিন ক্ল্যাসিকাল সম্পদ ও উন্নত মুসলিম সভ্যতার পরিচয় লাভ করে। এ পরিচয়ের ফলেই ইউরোপে নতুন চিন্তাধারা ও রেনেসাঁর উন্মেষ ঘটে। রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে ইতালিতে। সেখান থেকে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে প্রসার লাভ করে। লীওনারদো-দা-ভীনচি, ম্যকিয়াভেলী ইতালীয় রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। শিল্পকলা, স্থাপত্য ও আধুনিক চিন্তাধারার বিকাশে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

নিম্নে রেনেসাঁর কারণগুলো বর্নিত হলঃ

মুসলমানদের অবদান

মধ্যযুগে ইউরোপ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলমানরা তখন শিক্ষা ও সভ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। সে যুগে মুসলমানদের পরিচালিত কর্ডোভা ও বাগদাদ ছিল শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণ কেন্দ্র। মুসলমানরা গ্রীক, ল্যাটিন সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন করেছিল। ইউরোপীয়রা এ সকল বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রে অধ্যয়ন করতে আসত। তারা উন্নত ও সুন্দর আদর্শের সান্নিধ্যে এসে নবজাগরণের কথা ভাবতে শুরু করে। ইসলাম ধর্মের শাশ্বত ও সুন্দর আদর্শ বলে বলীয়ান মুসলমানরা এ ভাবে ইউরোপে সভ্যতার আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব

চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়। সংস্কৃতির পুনরুত্থানের সঙ্গে জাতীয় ভাষা এবং প্রাচীণ শিক্ষা সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে। সংস্কৃতি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন পেত্রাক ও তাঁর শিষ্য বোকাসিও। এ সকল বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে মহাকবি দান্তের 'ডিভাইন 'কমেডী' ম্যাকিয়াভেলীর 'দি প্রিন্স' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাকবি দান্তে তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগের ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রকে অংকন করে নতুন যুগকে অভিনন্দিত করেন। ম্যাকিয়াভেলী তাঁর গ্রন্থে শাসকশ্রেণীর প্রতি যে উপদেশাবলীর কথা উল্লেখ করেন তা সমগ্র ইউরোপের গণচেতনার সৃষ্টি করে। এ সকল উপদেশাবলী প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার প্রেরণা যোগায়। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাদের লেখনী দ্রুত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং নবজাগরণকে তরান্বিত করে।

> ইউরোপের নবজাগরণ ও অগ্রগতিতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ (১০৯৫-১২৯১ খ্রীস্টাব্দ) ইউরোপের নবজাগরণ ও অগ্রগতিতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ড় মুসলমানদের নিকট থেকে যীশু খ্রীস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য ইউরোপের খ্রীস্টানগণ প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে যে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল ইতিহাসে তাই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধ ছিল আফ্রো-এশিয়ার মুসলিম ও ইউরোপের খ্রীস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান দীর্ঘকালের

ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব কলহের বহি:প্রকাশ মাত্র। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ নৃশংস ক্রুসেড সংঘঠিত হয়েছিল। মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত যে কোন যুদ্ধ অপেক্ষা এটা ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ইউরোপের নবজাগরণ ও অগ্রগতিতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

প্রায় দু'শতাব্দী ধরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধের ফলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল। এই ধর্মযুদ্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রেও ক্রুসেডের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ঐতিহাসিক টয়েনবি যথার্থই বলেছেন, Modern Europe was born out of the sprit of the Crusade.ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে।

ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। নতুন নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হয় এবং নৌপথে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্টান-মুসলমানদের শিক্ষা উন্নত কৃষিপদ্ধতি এবং শিল্পজীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে। তারা মুসলমানদের মার্জিত রুচিজ্ঞান, উন্নততর ভাবধারা ও উদার সহানুভূতি নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। মানুষের চিন্তাধারা প্রশস্ত হলে সমাজে সামন্ত রাজা, খ্রীস্টান ধর্মযাজক ও পোপের ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এর ফলে ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এভাবেই রেনেসাঁ এবং পরে নব্য ইউরোপের জন্ম হয়েছিল।

কনস্টান্টিনেপেলের পতন: ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপের নবজাগরণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার বহুপন্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ইতালির বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তারা গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা প্রসারকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের সান্নিধ্যে এসে ইউরোপীয়গণ নতুন নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে এ সকল চিন্তাবিদগণ মানব মুক্তির পথ নির্দেশ প্রদান করেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন। এর ফলে ইতালীতে সর্বাগ্রে রেনেসাঁর উন্মেষ ঘটে।

রেনেসাঁর ফলাফল:

ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁর ফল ছিল সুদূর প্রসারী। রেনেসাঁ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রেনেসাঁ ইউরোপে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে রেনেসাঁ এক নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিল। চিন্তার জগতে রেনেসাঁ আমূল পরিবর্তন সাধিত করে। এই চিন্তাধারা একদিকে যেমন প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতার উদ্ধার সাধন করে অন্যদিকে নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনে তাদেরকে নতুন নতুন দেশ, জলপথ ও স্থল পথ আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করে। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির ভুমিকা ছিল গৌণ। রেনেসাঁর পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ আন্দোলনের ফলে মানুষ যুক্তিবাদের দিকে ঝুকে পড়ে। ফলে ব্যক্তিস্বাত্যন্ত্রবাদের জন্ম নেয়। ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা সামাজিক চিন্তা-চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ধর্মযাজকদের কর্তৃত্বের অবসান হয়।

> রেনের্সা ইউরোপে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে

ঊাস্তবিক পক্ষে রেনেসাঁ সমাজ জীবনে এক সম্ভাবনাময় নবদিগন্তের সূচনা করে। শিক্ষার গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন বিদ্যাপীঠ গড়ে ওঠে। রেনেসাঁর ফলে মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষ সুন্দর জীবন ও নতুন সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মানবতাবাদীগণ গোড়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মতবাদ দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যাজকদের প্রভাবমুক্ত করে। সবার উপরে মানুষ সত্য এ নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। মানুষ হারানো সত্যকে ফিরে পেল। ধর্মীয় বন্ধন অতিক্রম করে স্বাধীন চিন্তাধারায় শিল্প-সাহিত্য ও চিত্র অংকন শুরু হয়। সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। রেনেসাঁ ইউরোপীয় ছিন্ন ঐক্য পুনরুদ্ধার করে এবং জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাতে থাকে।

সারকথা:

রেনেসাঁ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অবি স্মরণীয় ঘটনা। মধ্যযুগ থেকে আধুনিককালে যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণটি ইউরোপীয় ইতিহাসে রেনেসাঁ নামে পরিচিত। এই রেনেসাঁর মূলে আরবীয় মুসলমানদের প্রচুর অবদান ছিল। রেনেসাঁ ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে। রেনেসাঁর ফলে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ইউরোপীয় রেনেসাঁর মূলে প্রচুর অবদান ছিল
ক. হিন্দুদের
খ. মুসলমানদের
গ. ইহুদীদের
ঘ. খ্রিস্টানদের।

২. রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে
ক. ইতালিতে
খ. গ্রীসে
গ. ফ্রান্সে
ঘ. ব্রিটেনে।

৩. ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল
ক. দু'শতাব্দী ধরে
খ. তিন শতাব্দী
গ. পাঁচ শতাব্দী
ঘ. এক শতাব্দী ধরে।

৪. কনস্টান্টিনেপলের পতন হয়েছিল
ক. ফরাসিদের হাতে
খ. ব্রিটিশদের হতে
গ. আরববাসীদের হাতে
ঘ. তুর্কীদের হাতে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. রেনেসাঁ কি ব্যাখ্যা করুন।
২. ক্রুসেড বা ধর্মযুক্ত কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রেনেসাঁর কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২. রেনেসাঁ কিভাবে ইউরোপে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে?

উত্তরমালা: ১ খ, ২ ক, ৩ ক ৪ ঘ ।

আধুনিকীকরণ

Modernization

পাঠ-৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আধুনিকীকরণ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আধনিকীকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রজনৈতিক আধুনিকীকরণ কি তা ব্যাখা করতে পারবেন।
- আধুনিকীকরণর বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আধুনীকিকরণ কি

ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও পুনর্গঠন আন্দোলনের পরবর্তীকালে সূত্রপাত ঘটে আধুনিকীকরণের। শিল্প বিপ্লবের পর এটা সমগ্র বিশ্বকেই প্রভাবিত করে। আজকে খুব কম দেশই আছে যারা আধুনিকীকরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। মানুষের জীবন যাত্রার সকল দিকেই প্রভাব ফেলেছে আধুনিকীকরণ। আধুনিকতার সাথে জড়িয়ে রয়েছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর মানুষের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের ধারণা। আধুনিকীকরণ হচ্ছে এক বহুমুখী জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া মানুষের চিন্তাধারা ও কর্যকলাপের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। আধুনিকীকরণের রূপান্তর বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকেই প্রভাবিত করেছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখতে পাই তা আধুনিকীকরণের সুফল বলে চিহ্নিত করা যায়।

মানুষের জীবন যাত্রার সকল দিকেই প্রভাব ফেলেছে আধুনিকীকরণ।

আধুনিকীকরণ হল সমাজ গড়ার আন্দোলন। আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া সনাতন সমাজে আনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আধুনিক সমাজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সুস্পষ্ট। প্রাচীন সমাজে বিদ্যমান থাকে ধর্ম প্রভাবিত মানসিকতা। কিন্তু আধুনিক সমাজে দেখা য়ায় ইহজাগতিক আত্নসচেতন যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অধিকাংশ দেশে আধুনিকতার অগ্রগতি ঘটেছে পাশ্চাত্যের প্রভাব ও প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে। ড়ি.এ.রষ্টোর মতে “আধুনিকতার মধ্যে রয়েছে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংরক্ষিত প্রাচীন রীতিনীতি প্রথা পদ্ধতির অনেক উপাদান।”

সি,ই ব্লাক তার “The Dynamics of modernization" গ্রন্থে বলেন “আধুনিকীকরণ হল এমন এক প্রক্রিয়া যা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিবর্তিত প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত পরিবর্তনশীল কার্য সম্পাদনের উপযোগী হয়ে ওঠে। যা মানুষের জ্ঞানের বিকাশ এবং পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। “ডি,এ রষ্টোর মতে “আধুনিকীকরণ হচ্ছে বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক অভিনব পদক্ষেপ যা সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব স্বরূপ”। ক্লদ-ই ওয়েলসের মতে,” আধুনিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে আধুনিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করে।” অনেকে মনে করেন “Modernization is nothing but Westernization" আধুনিকতার যে ছবি বা চিত্র আমরা দেখতে পাই তা পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র। মুলত সনাতন সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে রূপান্তরের পক্রিয়াকে আধুনিকীকরণ বলে অভিহিত করা হয়। স্যামুয়েল পি, হান্টিংটনের মতে, আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া হচ্ছে আধুনিক ও সনাতন সমাজের মধ্যে সেতু বন্ধনস্বরূপ। অর্থাৎ- সনাতন ও আধুনিকীকরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সনাতন সমাজের ক্ষয়সাধন ও আধুনিক সমাজে উত্তরনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে আধুনিকীকরণ।

আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্যঃ

একটি আধুনিক সমাজকে চেনা যাবে তার বৈশিষ্ট্য দিয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এস. পি. হান্টিংটন, রষ্টো, ক্লদ ইওয়েলস ও ড্যানিয়েল লার্নার সকলেই আধুনিকীকরণের কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ কারেছেন। এগুলো হচ্ছে:-

- শিক্ষা

- নগরায়ন
- শিল্পায়ন
- গণতন্ত্রায়ন
- যৌক্তিকতা
- গতিময়তা
- ধর্মনিরপেক্ষতা
- জাতীয়তাবাদ
- আমলাতন্ত্রীকরণ
- ইহলৌকিকতা
- অভ্যন্তরীণ ঐক্য ইত্যাদি।

আধুনিকীকরণের তিনটি গুরুত্বপূর্ন দিক:- **প্রথমত:** আধুনিকীকরণ অর্থনৈতিক ও শিল্পায়ন পক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। **দ্বিতীয়ত:** এটি সামাজিক ও মণস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন হিসাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। **তৃতীয়ত:** এটি রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসেবে অধ্যয়ন করা যায়।

রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ

সাধারণভাবে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ বলতে সনাতন রাষ্ট্র হতে আধুনিক রাষ্ট্রের অভিমুখে যাত্রা করাকে বুঝায়। আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপর প্রভাব ফেলেছে রাজনৈতিক আধুনিকতা। হান্টিংটন রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামাজিক গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: সামাজিক গতিশীলতা বলতে সমাজে গোষ্ঠি ও ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন বুঝায়। সামাজিক গতিশীলতা বলতে এমন প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয় যার মাধ্যমে পুরাতন সামাজিক অর্থনৈতিক ও মানসিক বিশ্বাসের পরিবর্তন সাধন করে। জনগণকে নতুন ধরনের দীক্ষাদান করায়। অর্থাৎ সনাতন সমাজের মনোভাব মূল্যবোধ ও আশা প্রত্যাশার পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, গণমাধ্যম, যাতায়াত ব্যাবস্থা, নগরায়ন ইত্যদির ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে গতিশীলতার সৃষ্টি হয়।

আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া সনাতন সমাজে আনে বৈপ্লবিক রূপান্তর।

সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও উৎপাদনের বিকাশই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। শিল্পায়ন, মাথাপিছু আয়, ব্যক্তির বিকাশ ও কল্যাণ লাভের মাত্রা ইত্যাদি মানদন্ডে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ করা যায়। তিনি সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণের রাজনৈতিক দিক ও ফলাফলকে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। হান্টিংটন উল্লেখ করেন যে, রাজনেতিক পরিবর্তন তাত্ত্বিকভাবে সাধিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে কিছু মাত্রায় সামাজিক গতিশীলতা সাধিত হলেও গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংস্কৃতি এবং সরকারি কাঠামোগুলো পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে এ সকল দেশগুলো অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। এই সকল দেশে উপজাতীয় বিদ্রোহ, গৃহ যুদ্ধ, সামাজিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হচ্ছে। রাজনৈতিক আধুনিকায়নের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনীতিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ। শহর-গ্রাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক গোষ্ঠীগুলো রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার ফলে রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধিত হয়।

রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের জন্যে কর্তৃত্বকে যুক্তিভিত্তিক করতেহয়। বহুসংখ্যক ধর্মীয় ও বংশভিত্তিক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্থলে একক জাতীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রথম রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের জন্যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়: রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। আইন, বিভাগ বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ সহ সকল কাঠামোর বিকাশ সাধন।

তৃতীয়: সমাজিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে নাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণের আবশ্যকতা।

এস,পি হান্টিংটনের ভাষায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় কর্তৃত্বের দ্বারা গতানুগতিক ধর্মীয় ও বংশগত কর্তৃত্বসমূহের উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।এভাবে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ কর্তৃত্বের অবস্থানে পরিবর্তন

আনয়ন করে। রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ সরকারি সিদ্ধান্তসমূহে নাটকীয় পরিবর্তন আনয়ন করে। সরকারের দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

ক্লদ ইওয়েলস রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের তিনটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন:

১। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জনসাধারণের বৃহত্তর একাত্মতা এবং রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ।

২। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ, গণতান্ত্রিক কর্তৃত্বের উৎস সমুহের ক্ষয়প্রাপ্তি।

৩। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ।

আধুনিকীকরণের পদ্ধতি: আধুনিকীকরণের অনেক পথ ও মত রয়েছে। এটা একটা গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে আধুনিকীকরণ সম্পাদিত হয়ে থাকে। দুনিয়ার সকলদেশে একই পদ্ধতিতে আধুনিকীকরণের বিপ্লব ঘটে নি। যেমন:-সোভিযেত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বাত্নক পদ্বতিতে খুব সল্প সময়ের মধ্যে আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে ইসলামী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে স্বল্প সময়ে আধুনিকীকরনের এক চমৎকার নজির স্থাপন করেছে। গ্রেট ব্রিটেনে যুগ যুগ ধরে ক্রমান্বয়ে আধুনিকীকরণের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে বৃটেনের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। জাপানে কোন বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির দ্বারা নয় বরং এক অভিজাততান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের উদ্যোগে আধুনিকীকরণ সাধিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত যারা প্রাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত এ ধরনের ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবীরাই আধুনিকীকরণে নেতৃত্ব দান করেছেন। এডওয়াট শিলসের মতে" বর্তমান শতাব্দিতে রাষ্ট্রগঠনে বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করে আধুনিকীকরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দুনিয়ার সব দেশে একই পদ্ধতিতে আধুনিকীকরণের বিপ্লব ঘটেনি।

সারকথা :

আধুনিকীকণের বিপ্লব সমগ্র বিশ্বব্যাপি আলেড়ন সৃষ্টি করেছে। আধুনিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলে সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিকীকরণ ও রাজনীতির মধ্যকার যোগাযোগ অত্যন্ত সুষ্ঠু হয়ে উঠে। নতুন রাষ্ট্র সমূহে দ্রুতগতিতে আধুনিকীকরণের জন্যে প্রায়শই আদর্শ Ideology কাজে লাগানো হয়। বিংশ শতাব্দীতে সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের জন্যে সরকারগুলোর রয়েছে প্রযুক্তিগত দক্ষতা। তাই রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সহযোগিতায় আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক আধুনিকায়নের মৌলিক ও গুরুত্বপুর্ণ দিক হল রাজনীতিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। "The Dynamics of Modernization" এই গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) ডি, এ, রস্টো
(খ) ক্লদ- ই ওয়েলস
(গ) এস, পি, হান্টিংটন
(ঘ) সি,ই ব্লাক।

২। আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন- এ দুটি বিষয়ের প্রতি কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
(ক) ড্যানিয়েল লার্নার
(খ) এস, পি হান্টিংটন
(গ) সি,ই ব্লাক
(ঘ) ডি,এ,রস্টো।

৩। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও পূনর্গঠন আন্দেলনের পরে সূত্রপাত ঘটে-
(ক) শিল্প বিপ্লবের
(খ) রাষ্ট্র গঠনের
(গ) জাতীয় সংহতির
(ঘ) আধুনিকীকরণের।

৪। অভিজাততান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ সাধিত হয়েছে কোন দেশে?
(ক) বৃটেনে
(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
(গ) জাপানে
(ঘ) ইরানে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। আধুনিকীকরণ কি?
২. আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনা মুলক প্রশ্নঃ

১। আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
২. আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।

উত্তর মালা : ১। ঘ, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। গ

সহায়ক গ্রন্থ

SP Huntington & Myron Wiener, Understanding Political Development (Boston: little Brown 1987)
CE Black, the Dynamics of Modernization (New York: Hamper and Row, 1966)